সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ কোচবিহারের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে চালু হল ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র। ডুয়ার্স তথা কোচবিহার জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এজন্য কলেজে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র বসিয়েছে ভারত সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয়। রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রের দুজন আধিকারিক কলেজের একটি ঘরে যন্ত্রটি বসিয়েছেন। মঙ্গলবার থেকেই যন্ত্রটি কাজ করা শুরু করেছে। শুধু ডুয়ার্স বা কোচবিহার জেলাই নয়, বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাট জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতাও যন্ত্রটি রেকর্ড করতে সক্ষম হবে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি কাজ করছে। কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ প্রবাল দেব বলেন, 'ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় কোচবিহার জেলা সহ ডুয়ার্সে ভূমিকম্প সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা যাবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয়ের অধীনে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রের অধীনে উত্তর-পূর্ব ভারতে ২০টি ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কোচবিহার জেলা সহ গোটা উত্তরবঙ্গ ও সিকিম ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে পড়ে। সিকিম ও জলপাইগুড়িতে একটি করে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কোচবিহার জেলায় ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয় রাজ্য সরকারের থেকে জমি চেয়েছিল। সেই মোতাবেক হরিণচওড়ায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রের একটি প্রতিনিধিদল কোচবিহার জেলায় ছয় মাস ধরে সমীক্ষা চালায়। এরপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যন্ত্রটি বসানো হয়। এদিন থেকে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্রটি কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রে বার্তা পাঠাবে। ঠিক কোন সময় ভূমিকম্প হয়েছে, বার্তায় তার উল্লেখ থাকবে। এজন্য বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সারা দেশে এরকম ১১৬টি ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলি ভূমিকম্পের উৎস ও তীব্রতা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জানিয়ে দেবে। বাংলাদেশেও কোনো ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি তা ধরতে পারবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র। ছবি ঃ প্রাণপ্রতিম পাল

- ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রে বার্তা পাঠাবে।
- বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাট জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতাও যন্ত্রটি রেকর্ড করতে সক্ষম হবে।
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি কাজ করছে।

সাংসদের লিখিত প্রশ্নের উত্তর

ছিটমহলের উন্নয়ন বাবদ টাকার অর্ধেকও দেয়নি কেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক স্থলসীমান্ত চুক্তি। ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল আদানপ্রদান পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভারতের দখলে আসা বাংলাদেশি ছিটমহলের পুনর্বাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে কেন্দ্র ১০০৫.৯৯ কোটি টাকা অনুদান দেবে। কিন্তু আজ অবধি বাংলার প্রাপ্তি মাত্র ৪২৩ কোটি। এখনও বকেয়া রয়েছে ৫৮২.৯৯ কোটি। মঙ্গলবার কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এমন তথ্যই পেশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কোচবিহারের সাংসদ মন্ত্রকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন ছিটমহলবাসীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন খাতে আজ অবধি কত টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র ? একইসঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তির সূত্র ধরে বাংলাদেশ ছেড়ে কতজন পা রেখেছেন ভারতীয় ভূখণ্ডে, তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। উত্তরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ আহির জানিয়েছেন, ২০১৫-১৬ সালে কোচবিহারের ছিটমহলের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের খাতে মোট ১০০৫.৯৯ কোটি টাকা ধার্য করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সেই টাকার অর্ধেকেরও কম বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র, যার পরিমাণ মাত্র ৪২৩ কোটি টাকা। কেন্দ্র জানিয়েছে, ৪২৩ কোটি টাকার মধ্যে ২৬০ কোটি টাকার ব্যবহারিক শংসাপত্র বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু বাকি ৫৮২.৯৯ কোটি টাকা কবে দেওয়া হবে তা জানায়নি কেন্দ্র। কেন্দ্র জানিয়েছে, ছিটমহল রদবদলে বাংলাদেশি ছিটমহল ছেড়ে ২০১টি পরিবারের প্রায় ৯২২ জন মানুষ ফিরে এসেছেন ভারতীয় ভূখণ্ডে। এদিকে এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি কোচবিহারের ছিটমহলের বাসিন্দাদের জীবন। পরিকাঠামো ও উন্নয়ন খাতে আছে বিস্তর ফারাক। কেন্দ্রীয় সাহায্য পেলেই তা দূর করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, ছিটমহল চুক্তি নিয়ে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রমাণ রাজ্য সরকার প্রদত্ত এই ব্যবহারিক শংসাপত্র। কিন্তু বকেয়া টাকা না মেটালে আটকে রয়েছে ছিটমহলবাসীদের উন্নয়ন। বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রের তৎপর হওয়া উচিত বলেও জানান পার্থ।

শাস্তির দাবি

তুফানগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়িয়ারপার গ্রামের বৃদ্ধা ঝালো বর্মনের খুনের সঠিক তদন্ত ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর শাসকদলের নেতা-কর্মীদের অত্যাচার, হয়রানি বন্ধের দাবি জানাল বিজেপি। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জের মহকুমাশাসককে দাবিসনদ দেয় তারা।

'ঐরাবত' নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে মৃত্যু, আতঙ্কে বনকর্মীরা

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে সোমবার রাতে বন দপ্তরের বিশেষ টহলদারি গাড়ি 'ঐরাবত' নিয়ে জঙ্গলে ডিউটি করতে গিয়েছিলেন দুই বনকর্মী। মঙ্গলবার সকালে দরজা-জানলা বন্ধ থাকা অবস্থায় ঐরাবতটির ভেতর থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। চিকিৎসকের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অক্সিজেনের অভাবেই সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। আর মেদিনীপুরের ওই ঘটনার পর থেকে রাজ্যের অন্য এলাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বনকর্মীদের একাংশের মধ্যেও ঐরাবত নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, ঐরাবত নিয়ে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে তাঁরাও ডিউটি করতে যান। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কালীপদ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ঘটনার ফলে স্বাভাবিকভাবে বনকর্মীদের মধ্যে ঐরাবত নিয়ে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কর্মীদের স্বার্থে ঐরাবতে কোনো ত্রুটি রয়েছে কিনা তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর দাবি আমরা জানাচ্ছি।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নানা কারণে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন থেকে মাঝেমধ্যেই হাতি, বাইসন, লেপার্ড সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে আসে। তাদের হামলায় আহত হওয়ার পাশাপাশি অনেক মানুষ মারাও যান। লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বন দপ্তরের হাতে এতদিন তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ সময়ই এদের ফের বনে ফেরত পাঠাতে বা কাবু করতে বাজি-পটকা ফাটানো, ঘুমপাড়ানি গুলি করা ছাড়া বন দপ্তরের আর কোনো উপায় থাকত না। যদিও এতে অনেক সময়েই সুফল পাওয়া যেত না। পাশাপাশি, এতে অনেক সময়ও লাগত। এরফলে বনকর্মীদের কখনও কখনও জনরোষের মুখে পড়তে হত। বন্যপ্রাণীদের জন্য রাতে জঙ্গলে ডিউটি করতে যেতেও ভয় পেতেন বনকর্মীরা।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানেই বন দপ্তরের তরফে কলকাতা থেকে বিশেষ ডিজাইনের এই গাড়ি বানানো হয়েছে। জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের ডিএফও কুমার বিমল বলেন, 'রাজ্যে আটটি ঐরাবত রয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে চারটি ও উত্তরবঙ্গে চারটি রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালবাজার, মাদারিহাট, সুকনা ও আলিপুরদুয়ারে একটি করে ঐরাবত রাখা হয়েছে। এই ঐরাবতে অত্যাধুনিক ফেন্সিং রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো জায়গায় খেতের মধ্যে হাতি বা বাইসন ঢুকে পড়লে ফেন্সিংয়ের মাধ্যমে পুরো জায়গাটিকে তাড়াতাড়ি ঘিরে ফেলা সম্ভব। সেই ফেন্সিংয়ে ডিসি ইলেকট্রিসিটিও লাগানো যাবে। হাতি বা বাইসন তা পার হতে গেলে কিছুটা শক লাগলেও কোনো ক্ষতি হবে না। আর হাতি বা বাইসন এই ফেন্সিংয়ের কাছে যেতে চায় না।' তিনি আরও বলেন, 'এছাড়াও ঐরাবতে অত্যাধুনিক জেনারেটর, আলোর ব্যবস্থা, ঘুমপাড়ানি গুলির সরঞ্জাম, নেট, দড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে রাতেরবেলাতেও ঘন জঙ্গলে চারদিকে দীর্ঘসময় ধরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা যাবে। পাশাপাশি, জঙ্গলে অপারেশনও চালাতে পারবেন বনকর্মীরা। ঐরাবতের ভেতরে একসঙ্গে ছয়জন কর্মী থাকতে পারবেন।' তবে মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ঐরাবতের ভেতরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছিল কিনা তা একমাত্র মেডিকেল এক্সপার্টরা বলতে পারবে।'

বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'চিকিৎসকরা প্রাথমিক রিপোর্টে জানিয়েছেন, তাঁদের ধারণা অক্সিজেনের ঘাটতির কারণেই এটা হয়েছে। তবে ফাইনাল রিপোর্ট এখনও আমার হাতে আসেনি। সেই রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে, ওই বনকর্মীরা কীভাবে মারা গিয়েছেন।'

বিজেপির বিরুদ্ধে বন্ধু বাড়াতে সোনিয়ার নৈশভোজ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ বিজেপির মোকাবিলায় জাতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের জোটের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে সব আঞ্চলিক দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সকলেই বিজেপি-কে হারাতে চাইলেও কোন পথে তা সম্ভব সে বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে, এই লড়াইয়ে কংগ্রেসের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহ আছে একটি বিষয় নিয়ে এবং তা হল, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ডাকে বিজেপি বিরোধী সব দলকে জমায়েত করা সম্ভব হবে কি না। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিও নিশ্চয়ই সে কথা বোঝেন। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গড়তে তৎপর হয়েছেন। সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার রাতে তাঁর ডাকে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তেমনই ছিলেন সিপিএমের সাংসদ মহম্মদ সেলিমও।

কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সোনিয়ার এই আমন্ত্রণের পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গাঢ় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তবে কংগ্রেসের মুখপাত্র যাই দাবি করুন না কেন আমন্ত্রিতের তালিকা দেখলেই নৈশভোজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেই তালিকায় ছিলেন, সিপিআইয়ের ডি রাজা, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা, সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব, ডিএমকের কানি মোঝি, লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব, আরএলডির অজিত সিং, জেএনএম, আইইউএমএল, বিএসপি, কেরল কংগ্রেস, জেভিএম, এনডিএ ছেড়ে আসা হিন্দুস্তান আম মোর্চার জিতেন মাঝির মতো ১৯টি দলের প্রতিনিধিরা।

নৈশভোজ শেষে তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সেই অর্থে কোনো আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র ভোজই হয়েছে। আলাদা করে কারও সঙ্গে কথা বলা কিছুই হয়নি। সোনিয়াজি শুধু ঘুরে ঘুরে নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রাজনীতি নিয়ে একটা কথাও বলেননি।' নৈশভোজে বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধি ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলের সভাপতি রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, গুলাম নজিব আজাদ, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঘনিষ্ঠ মহলে শারদ পাওয়ার বলেছেন, 'আগামী ১৫-২০ দিন পর আমিও আমার দিল্লির বাড়িতে নৈশভোজের আয়োজন করব।' তিনিও এখন বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দিতে উৎসাহী।

ভোটে টিকিট

প্রথম পাতার পর

তাঁকে টিকিট না দিলে উদুপিতে যে বিজেপি জিততেও পারবে না সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন শিরুর মঠের সাধু। তিনি বলেন, 'বিজেপি বেঙ্গালুরু বা দিল্লির জন্য ঠিক আছে। কিন্তু উদুপিতে তারা কোনো সুবিধা করতে পারবে না।' ম্যাঙ্গালোরের বজ্রদেহী মঠের রাজাশেখরনন্দ স্বামী ম্যাঙ্গালোর উত্তর কেন্দ্রের টিকিট চেয়ে বিজেপির কাছে দরবার শুরু করেছেন। তাঁর মতে, গেরুয়া বসন পরে রাজনীতি করতে কোনো বাধা নেই। দলিতদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচিত মাদর চান্নাইয়া স্বামীও চিত্রদুর্গ জেলার হোলালকেরে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হতে চেয়ে বিজেপির কাছে দাবি জানিয়েছেন। দু-মাস আগে হোলালকেরেতে বিজেপি সভাপতি অমিত শা যে জনসভাটি করেছিলেন সেটি সংগঠিত করেছিলেন দলিতদের এই গুরু। রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই ওঠাবসা বেড়েছে তাঁর। চান্নাইয়া স্বামীর চ্যালেঞ্জ, চিত্রদুর্গে রাজ্যের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী তথা কংগ্রেস বিধায়ক এইচ আঞ্জানেয়ার আধিপত্য খর্ব করবেন তিনি। ধারওয়াড় জেলার লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের সাধু বাসবানন্দ স্বামীও বিজেপির টিকিটে কালাঘাটাগি কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চেয়েছেন।

এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে নেই শাসক কংগ্রেস এবং কর্ণাটকের অপর বিরোধী দল জেডিএস-ও। বেলগাঁও জেলার মোতাগি মঠের লিঙ্গায়েত সাধু প্রভু চান্নাবাসব স্বামী আথানি আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। বগলকোট জেলার বিলাগির পরমানন্দ রামারুধা স্বামী জেডিএসের কাছে প্রার্থীপদের আবেদন জানিয়েছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের রাজনীতিতে নামার চল একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু এভাবে সমস্ত দলের কাছে টিকিটের জন্য সাধুদের হাহাকার নিঃসন্দেহে কর্ণাটক রাজনীতিতে নয়া নজির তৈরি করল।

শেষের পথে ডবল লাইনের কাজ

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হতে চলেছে। চলতি মাসের ৩১ মার্চের মধ্যে নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন থেকে ঘোকসাডাঙ্গা পর্যন্ত ৪০ কিমি রেলপথে ডবল লাইন বসানোর কাজ শেষ হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে, এই অংশে এপ্রিল মাস থেকেই নতুন রেলপথে ট্রেন চলবে। এই খবরে খুশি যাত্রীরা।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন পর্যন্ত ডবল লাইনের দাবি দীর্ঘদিনের। এই কারণে একাধিক আন্দোলনও হয়েছে। এই অংশে বর্তমানে ধাপে ধাপে ডবল লাইন পাতার কাজ চলছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশন পর্যন্ত ডবল রেললাইন হয়ে গিয়েছে। ট্রেনও চলছে এই অংশে। অন্যদিকে ঘোকসাডাঙ্গা থেকে গুমানিরহাট পর্যন্ত ৮ কিমি রেলপথে ডবল রেললাইন রয়েছে। এবার নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ঘোকসাডাঙ্গা পর্যন্ত ৪০ কিমি অংশে ডবল লাইন পাতার কাজও প্রায় শেষের পথে। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ মার্চের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জোরকদমে কাজ চলছে। এর পাশাপাশি ফালাকাটা থেকে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত অংশে ডবল লাইন পাতার ও একাধিক সেতু তৈরির কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমন বলেন, 'জোরকদমে কাজ চলছে। এর জন্য ট্রাফিক ব্লকও হচ্ছে। আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ডবল রেললাইনের কাজ শেষ হবে।'

পার্লামেন্ট চলো কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ বেতন বৃদ্ধি এবং পেনশন সুনিশ্চিত রাখার দাবিতে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন (এআইআরএফ) মঙ্গলবার 'পার্লামেন্ট চলো' কর্মসূচি পালন করল। এদিন র‍্যালি শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক

ধর্মঘটের হুমকি

শিবগোপাল মিশ্র বলেন, '৩০ জুন চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দ্বারা গঠিত কমিটি আশ্বাস দেওয়ায় ২০১৬ সালের ১১ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশনের সিংহভাগ সুপারিশই রেলকর্মীদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হচ্ছে না।' ১৮ মাস তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় দিয়েছেন বলে জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'আগামী চার মাসের মধ্যে আমাদের দাবি মানা না হলে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট ডাকতে আমরা বাধ্য হব।' বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইআরএফের সভাপতি রাখাল দাশগুপ্ত, এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পীযূষ চক্রবর্তী ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ পাল একই হুমকি দেন।

আইসির বিরুদ্ধে রাজনাথের কাছে নালিশ আলুওয়ালিয়ার

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ দার্জিলিং সদর পুলিশ স্টেশনের আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে লিখিত নালিশ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। চিঠিতে রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি দার্জিলিং সদর আইসির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আর্জি রেখেছেন আলুওয়ালিয়া। রাজনাথকে পাঠানো চিঠিতে আলুওয়ালিয়া বলেন, পাহাড়ে দৈনিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে মোর্চা সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসনের অবমাননাকর ব্যবহার ও কুকথা ছাড়িয়েছে মাত্রা। মোর্চা সমর্থক অচ্যুতম ভট্টরাই ও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের কথোপকথন প্রসঙ্গে আলুওয়ালিয়া বলেন, রাজ্য পুলিশ এখন খোলাখুলি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এমনকি হুমকি দিচ্ছে বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ করার। তাঁর মতে, একজন পুলিশ অফিসারের এহেন হুমকি উদ্‌বেগজনক। আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের অডিয়ো ক্লিপিংয়ের অংশ তাঁর চিঠিতে তুলে দেন আলুওয়ালিয়া। যেখানে সৌম্যজিৎকে মোর্চা সমর্থক অচ্যুতম ভট্টরাইকে শাসাতে শোনা যায়। সম্প্রতি অচ্যুতম ভট্টরাই ও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের কথোপকথন ভাইরাল হয়। তাতে মোর্চা সমর্থকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ও তাঁর মা-বোনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পরোক্ষ হুমকি দিতে শোনা যায় দার্জিলিং সদর আইসি-কে। এই সূত্র ধরে, অচ্যুতম ভট্টরাই কেন্দ্রীয় শিশু ও নারীকল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী মানেকা গান্ধির কাছে ই-মেল পাঠিয়ে অভিযোগ করেন। তাঁর সেই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন মোর্চা নেতা রোশন গিরি। রাজ্য পুলিশের এক আইসির এহেন নজিরবিহীন মন্তব্যে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। মমতা ঘনিষ্ঠ মোর্চা নেতা বিনয় তামাংও এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায় গোটা ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছিলেন, অডিয়োতে থাকা কণ্ঠস্বর তাঁর নয়। রেকর্ডটি হিন্দিতে হয়েছে, এবং তিনি হিন্দি বলতে মোটেও পারদর্শী নন। গোটা ব্যাপারটি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে জানান সৌম্যজিৎ। সৌম্যজিতের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হন আত্মগোপনকারী মোর্চা নেতা বিমল গুরুংও। দার্জিলিং সদর আইসির হুমকি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় দিল্লিতেও। এবার সেই বিতর্ক একধাপ চড়িয়ে গোটা বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ ও অভিযুক্ত আইসির অপসারণের দাবি রাখলেন আলুওয়ালিয়া।

এদিকে বিনয় তামাং ঘনিষ্ঠ নেতারা বলতে শুরু করেছেন, গুরুং সমর্থকরা যখন আগুন জ্বালিয়ে বহু সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছিল, তখন মন্তব্য করা তো দূরের কথা বিবৃতি দিয়ে নিন্দাও করেননি আলুওয়ালিয়া। তাদের অভিযোগ হল, পাহাড়ে ছয়মাসেরও বেশি সময় পা রাখেননি আলুওয়ালিয়া।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মাত্র ১ রাভা

প্রথম পাতার পর

২০০৮ সালে রাভাবস্তি থেকে প্রথম মাধ্যমিক পাস করেন মন্টু রাভা। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ফালাকাটা কলেজে ভরতি হন তিনি। কিন্তু মাঝপথে আর্থিক সংকটের জন্য কলেজে পড়া ছেড়ে দেন মন্টু। এখনও পর্যন্ত এই বস্তির ১১ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। তাদের কেউ কেউ একাদশ, দ্বাদশ বা কলেজে পড়ছে। আবার কেউ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ২০০৮ সালে রাভাবস্তি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল একজন। ২০০৯-২০১২ পর্যন্ত রাভাবস্তি থেকে কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি। ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রতি বছরই এই বস্তি থেকে পরীক্ষার্থী ছিল দুজন করে। ২০১৭ সালে এই বস্তি থেকে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। গতবছর মাধ্যমিক দেয় চারজন। কিন্তু এবার এই সংখ্যাটা একজন। মন্টু রাভা বলেন, 'আমি প্রথম এই বস্তি থেকে মাধ্যমিক পাস করি। কিন্তু টাকার অভাবে আমার কলেজে পড়া হয়ে ওঠেনি। আমরা তপশিলি উপজাতি। সরকারি চাকরির অনেক চেষ্টা করে পাইনি। এই বস্তির এখনও কেউ সরকারি চাকরি পায়নি।' মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সেরকম বাড়ছে না কেন ? এ প্রসঙ্গে মন্টু বলেন, 'এখানে প্রতিটি বাড়িতে অভাব। অনেক যুবক, মাঝবয়সিরা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। পড়াশোনা করে কেউ চাকরিও পাচ্ছে না। তাই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমছে।' যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমলকুমার ভৌমিক বলেন, 'বিভীষণ আমার স্কুলের ছাত্র। ও ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে সফল হোক এই কামনা করি। তবে রাভাবস্তির পড়াশোনার অবস্থা সত্যি হতাশাজনক।' শিলবাড়িহাট হাইস্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নিখিল পোদ্দার বলেন, 'বিভীষণ এই স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছে। ওর সাফল্য কামনা করি। তবে রাভাবস্তিতে শিক্ষার হার বাড়ানো নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে।'

দার্জিলিং নিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

আশঙ্কা রয়েছে রাজ্য সরকারের অন্দরেও। আর তাই মুখ্যমন্ত্রী এদিন পাহাড়ের অশান্তির পিছনে কেন্দ্রকেই একহাত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দার্জিলিংকে অশান্ত করতে দিল্লি থেকে কাউকে কাউকে মদত দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই দিল্লি এসব বন্ধ করুক। পাহাড়ে যে শান্তি ফিরেছে তা আর নষ্ট করা যাবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে মোর্চার সভাপতি তথা জিটিএ-র চেয়ারম্যান বিনয় তামাং বলেন, 'বিমল গুরুং এখন অতীত। ওঁর সঙ্গে পাহাড়ের কোনো মানুষই আর নেই। এখানকার মানুষ উন্নয়ন চান। আমরা সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ের উন্নয়নে নেমেছি। এদিন সম্মেলনে আমি বলেই দিয়েছি যে, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে কোনোরকম ধর্মঘট করা চলবে না। পাহাড়ের মানুষ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করতেই পারেন, কিন্তু তা হবে গণতান্ত্রিক পথে। পাহাড়কে অশান্ত করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আর বন্‌ধ করে নয়। বিমলকে আর পাহাড়ে দাঁত ফোটাতে আমরা দেব না।'

পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিনয় তামাংরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মেলানোয় পাহাড়ের আসন হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে বিজেপি। আর তাই বিমল গুরুংকেই তাস করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি বিবেচনা করার আশ্বাসবাণী দিয়ে এখানে নির্বাচনি ময়দানে নামতে চাইছে বিজেপি। আর তাই স্থানীয় সাংসদ সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিমল গুরুংকে 'শেলটার' দিয়ে রাখবে। বিমল গুরুংয়ের নাম না করেও এদিন তাঁকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়েই এদিন একসময়ে বিমল-ঘনিষ্ঠ বিনয় তামাং, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক অমরসিং রাই ছাড়াও জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিংও পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার পক্ষেই জোর সওয়াল করেছেন। অমরসিং রাই বলেছেন, আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছি যে পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য সত্যিই বন্‌ধ, অবরোধ না করে শান্তি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়ার সময় এসেছে।' তবে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমন্ত্রণ পেয়েও এদিন বিমল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেত্রী কালিম্পংয়ের বিধায়ক সরিতা রাই সম্মেলনে যোগ দেননি।

আরও তিনটি চা বাগান

প্রথম পাতার পর

জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। স্বভাবতই বাগান ফের খুলবে ভেবে আশায় বুক বেঁধেছেন ছয় মাস ধরে অচল কোহিনুর বাগানের শ্রমিকরা। শ্যামসুন্দর গোয়েল জানিয়েছেন, আমরা কোহিনুর চালানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছি। এখন প্রশাসন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর নির্ভর করছে বাকি সব কিছু। এব্যাপারে বর্তমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকও করা হয়েছে। জেলাশাসককেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করনম জানান, চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই বৈঠক করা হবে। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি লেবার কমিশনার কল্লোল দত্ত জানান, ঘটনার কথা শুনেছি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আগাম নোটিশ ছাড়াই মালিকপক্ষ কোহিনুর চা বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফলে কর্মহীন হয়ে পরেন শ্রমিক-কর্মচারী মিলে ১৩০০ জন। বাগান খোলার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় খুশি সবকয়টি ইউনিয়নই।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন হাসিন

প্রথম পাতার পর

সেই ফোনেও তাকে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য সামি থ্রেট দিয়েছেন বলে অভিযোগ হাসিনের। তিনি বলেছেন, 'পরিবার বাঁচাতে চাইলে কেন ফোন করে থ্রেট করবে ও। আমি ওর সঙ্গে আজ কথা বলার সময় বললাম, মৃত বাবার দিব্বি খেয়ে তুমি একবার বল, সব অভিযোগ মিথ্যে। কিন্তু ও সেটা বলল না। উলটে ফোন কেটে দিল। তার আগে থ্রেট করে আমায় বলেছে, আমি না কী বাড়াবাড়ি করছি। সব যেন দ্রুত মিটিয়ে নিই। আমি বলছি, সমঝোতার আর কোনো ব্যাপারই নেই।' মহম্মদ সামির থেকে থ্রেট পাওয়ার পাশে সোশ্যাল দুনিয়াতেও নানা হুমকি পাচ্ছেন হাসিন। তাই আজ বিকেলে লালবাজারে হাজির হয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও চেয়েছেন তিনি। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা স্বীকার করে হাসিন জানিয়েছেন, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সঙ্গে পুরো ঘটনায় এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাসিন বলেছেন, 'এই লড়াই মনুষ্যত্বের লড়াই। নারীশক্তির লড়াই। অনেককেই পাশে পেয়েছি। আশা করব, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও আমার ব্যাপারটা দেখবেন। এখনও ওনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি আমার। উনি অনেক কষ্ট ও লড়াই করেছেন জীবনে। আশা করব, সিএম ম্যাডাম আমার সমস্যা ও কষ্টটা বুঝতে পারবেন।'

অনুমোদন ছাড়াই সভা করার অভিযোগ

মেখলিগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ শহর ব্লক কমিটির অনুমোদন ছাড়াই দলের কিছু নেতা গত ৯ মার্চ মেখলিগঞ্জে সভা করেন। এই অভিযোগ তুলেছেন দলের শহর ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অপু ভট্টাচার্য। বিষয়টি নিয়ে তিনি দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ দলের নেতা সুব্রত বকসি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অর্ঘ্য রায়প্রধানকে চিঠি দিয়েছেন। লিখিত বিবৃতিতে অপুবাবু জানান, শতাব্দীপ্রাচীন মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জমিকে কেন্দ্র করে মেখলিগঞ্জে আন্দোলন ও পালটা আন্দোলন চলছে। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে দলের শহর ব্লক কমিটির অনুমোদন ছাড়াই গত ৯ মার্চ মেখলিগঞ্জে দলীয় পতাকা ব্যবহার করে একটি সভা ও মিছিল হয়। অনুপবাবুর বক্তব্য, শহরের কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সভা ও মিছিল করেন। তিনি ওইদিনের সভার বিষয়ে দলীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, ৯ মার্চের সভায় উপস্থিত নেতারা উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থে স্কুলের জমিতে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির পক্ষে জোর সওয়াল করেন। যদিও স্কুলের শিক্ষক, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররা এর বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামে। তাদের দাবি, স্কুলের জমিতে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করতে হলে জমিটি পুরসভাকে কিনে নিতে হবে।

পাম্পসেট আটক

তুফানগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে একটি পাম্পসেট, তিনটি সাকশন পাইপ ও প্রায় ৪০ ফুট সাধারণ পাইপ আটক করল তুফানগঞ্জ-১ ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর।মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দেওচড়াই মৌজার নেপালেরখাতা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'ডোবার মালিক নগেন্দ্রনাথ পোদ্দারকে নোটিশ দেওয়া হবে।'

শান্তি দাও, উন্নয়ন দেব

প্রথম পাতার পর

৩০০ কোটির বেশি ক্ষতি হয়েছে।' তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিল্পের জন্য এখানে সবরকমের সহযোগিতা করতে তৈরি। শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের মানুষের ভালো চাই। আমি চাই এখানকার ভাই-বোনরা ভালো থাকুন। তাই বারবার এখানে আসি। ভোট চাইতে আমি পাহাড়ে আসি না।' মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, 'আসুন কাজ শুরু করি। অশান্তিকে দূরে সরিয়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি করুন। দাবিদাওয়া থাকতেই পারে। কিছু বক্তব্য থাকলে আমাদের জানান। আমি আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু অশান্তি জিইয়ে থাকলে পাহাড় এগোতে পারবে না। আপনারা আমাকে শান্তি দিন, আমি আপনাদের উন্নয়ন দেব।' এদিনের এই শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা ছাড়াও মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আমলারা উপস্থিত ছিলেন।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই কি কার্তি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে ব্যবহার করা হচ্ছে?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

মহারাষ্ট্রে কৃষকদের লং মার্চ কি জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোটের মঞ্চ হয়ে উঠবে ?

হ্যাঁ	না
১৬%	৮৪%

দিনের কথা

আপনারা আমাকে শান্তি দিন, আমি আপনাদের উন্নয়ন দেব।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(হিল বিজনেস সামিট থেকে পাহাড়বাসীর উদ্দেশে)

আবহাওয়া

১৩ মার্চের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৫.৩	২৩.৮
শিলিগুড়ি	২৮.২	১৬.৪
জলপাইগুড়ি	২৯.৬	১৭.৯
কোচবিহার	২৮.৬	১৭.৭
মালদা	৩৪.৪	২০.৬
রায়গঞ্জ	৩২.৫	১৮.৭
আলিপুরদুয়ার	২৮.৫	১৬.৯
গ্যাংটক	১৪.৮	৮.২

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ।